দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 JUL 1997
পৃষ্ঠা: ৮ কলাম ৮

প্রসঙ্গ ॥ ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল কলেজ শিক্ষার মান নিয়ে সংশয়

বাংলাদেশে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা চিত্র এবারের ডিগ্রী পরীক্ষার রেজাল্ট। এ রেজাল্টে প্রতিফলিত হয়েছে নানা বিষয়। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ভাল রেজাল্ট করেছে, অসংখ্য কলেজে কেউই পাস করেনি– এসব কারণে প্রশ্ন উঠেছে কলেজ শিক্ষার হাল নিয়ে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ভাল ফল করা গেলে কলেজে যাবার দরকার কি? আড়াই শ' কলেজ থেকে যদি একজনও পাস না করে– তবে সেখানে কি ধরনের পড়াশোনা হয়? কলেজ শিক্ষার করুণ অবস্থা এবারের রেজাল্ট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নীতি প্রণেতারা এ বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে পারেন, তা না হলে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার হাল আরও শোচনীয় হয়ে পড়বে।

রেজাল্টের পর্যালোচনা ঃ

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা এগিয়ে

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে। মেধাতালিকা ও পাসের হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা সার্বিকভাবে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের চেয়ে এগিয়ে আছে। মানবিক শাখায় ২০টি মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৩১ জন ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আঠারো। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা দখল করেছে। তবে বিএসএস, বিএসসি এবং বিকম পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা ভাল করেনি। কারণ, বিএ পরীক্ষায় ঘরে বসে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব। অন্যান্য শাখায় ভাল ফল বা পাস করতে হলে নিয়মিত ছাত্র হবার বিকল্প নেই।

'নাই' কলেজ!

দেশের ২শ' ৫৮টি কলেজের নামের পাশে 'নাই' শব্দটি তিনবার করে লেখা আছে। অর্থাৎ কোন না কোন গ্রুপে এ সব কলেজ পুরোপুরি ফাঁকা গেছে। প্রথম বিভাগ তো দূরে থাক, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগেও কেউ পাস করেনি। এত গেল 'নাই' কলেজের কথা। অসংখ্য কলেজ আছে যেখান থেকে এক, দুই বা তিনজন ছাত্র পাস করেছে। এমন কলেজের সংখ্যা দু'শ' ছাড়িয়ে যাবে। উল্লেখ্য, 'নাই' কলেজ বা দু'একজন পাস করেছে এমন কলেজের মধ্যে অনেক সরকারী কলেজও রয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে দু'চারজন ডিগ্রী পরীক্ষা দেয়, পাস করে দু'একজন বা মোটেও করে না সে সব নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা আদৌ প্রয়োজন কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া

শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পিছনে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সেখানে কি ধরনের পড়ালেখা হচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন। তাই ছাত্র থাকবে না অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে, ছাত্ররা পরীক্ষা দিবে অথচ কেউ পাস করবে না– এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছনে অর্থ অপচয় কতটা যৌক্তিক তা ভেবে দেখতে হবে।

মেধাতালিকায় একজন

মেধাতালিকায় নির্ধারিত ২০টি স্থানে অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, বিএ পরীক্ষায় ২০টি মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৩১ জন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেছে বি মিউজিক (পাস) শাখায়। এ শাখায় একজন ছাত্রী মেধাতালিকায় এসেছে। অর্থাৎ সে একাই প্রথম বিভাগ পেয়েছে একাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মেধাতালিকায় বাকি ১৯টি স্থান ফাঁকা রয়েছে।

বেশি নম্বর পাবার ব্যতিক্রম

সাধারণত বিকম বা বিএসসি'র ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি নম্বর পায়। কিন্তু এবার মানবিকের ছাত্র মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সব বিভাগের মধ্যে বেশি নম্বর পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬। সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বিএসসি'র ছাত্র রিপন কুমার সাহা, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। বিএ পরীক্ষার্থী মোঃ নুরুল আলম ৬৮২ নম্বর পেয়ে সম্মিলিতভাবে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। তাছাড়া মানবিকের পরীক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি প্রথম বিভাগ পেয়েছে।

মহিলারা এগিয়ে

ডিগ্রী পরীক্ষায় সার্বিকভাবে পুরুষের চেয়ে মহিলারা ভাল ফল করেছে। বিকম এবং সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা ছাড়া অন্যান্য শাখায় মহিলাদের পাসের হার বেশি। বিএ পরীক্ষায় পুরুষদের পাসের হার যেখানে ৪০ দশমিক ৩২ সেখানে মহিলাদের পাসের হার ৪৮ দশমিক ১৬। বিএসএস পরীক্ষায় মহিলারা ৫৫ দশমিক ৯৩ ভাগ পাস করলেও পুরুষরা পাস করেছে ৪১ দশমিক ৫৬ ভাগ। বি মিউজিক পরীক্ষায় পুরুষদের পাসের হার মাত্র ২২ দশমিক ২২, কিন্তু মহিলাদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৫৫।

থার্ড ক্লাস

ডিগ্রী পরীক্ষায় থার্ড ক্লাশপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এ পরীক্ষায় সর্বমোট প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২ শ' ৭১ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ৩৮ হাজার ৩শ' ৪৬ জন। তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি, ৪৫ হাজার ৫শ' ৩১ জন।

ওরা অংশ নেয়নি

ওরা ডিগ্রী পরীক্ষা দেবার জন্য ফরম পূরণ করেছিল কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। পরীক্ষায় অংশ না নেবার অন্যতম কারণ ভাল প্রস্তুতি না থাকা। ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৩ হাজার ৫শ' ১০ জন। এদের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ২শ' ৯৫ জন। বাকি ১৬ হাজার ২শ' ১৫ জন ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করেও ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

৬৷৭